1/2

রুটিন	১৬১০২৫ নভেম্বর ২০
প্রেরক	নৌবাহিনী প্রধান
প্রাপক	সকল জাহাজ/ ঘাঁটি
অবগতি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
	নৌসদর দপ্তর
	সকল নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ
	সিডিডিএল, খুলনা শিপইয়ার্ড, ডিইডব্লিউ নারায়নগঞ্জ
	কোস্টগার্ড বাহিনী সদর দপ্তর

আনক্লাস

বাঙ্গালী জাতির অভ্যুদয়ে ২১শে নভেম্বর একটি গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। মুক্তিকামী জনতার আত্মত্যাগের সাথে একীভূত হয়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সুপরিকল্পিতভাবে দুর্বার আক্রমণ চালায় দখলদার বাহিনীর উপর। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে পরিচালিত এই ত্রিমুখী আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তারা বাধ্য হয় পশ্চাদপসারণে, বিজয়ের পথ হয় উন্মুক্ত। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী একটি সুশিক্ষিত বহিনীর বিরুদ্ধে সূচিত হয় মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের ইতিহাস। তাই ২১শে নভেম্বর আমাদের সাম্য, মৈত্রী ও দেশমাতৃকার প্রতি ভালবাসার একাত্মতা প্রকাশের এক অনন্য মাইলফলক। মহতি এই দিনের স্মরণে তাই প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিনটি "সশস্ত্র বাহিনী দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত এই মহান দিনে আমি নৌবাহিনীর সকল স্তরের সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবোজ্জ্বল এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের আপামর জনসাধারণ। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী সংঘটিত এই যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা যে অসামান্য ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের নজির সৃষ্টি করেছেন, তা আমরা কখনোই ভুলব না। আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে, আমি স্বাধীনতার মহান স্থপতিসহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিতে পেরেছি। স্বাধীনতার এই সূর্যকে অম্লান রাখতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী বদ্ধ পরিকর। ভৌগলিক অবস্থান ও কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের বিস্তির্ণ সমুদ্র এলাকা ও তার সম্পদ রক্ষায় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আধুনিকায়নে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। ফোর্সেস গোল - ২০৩০ এর আওতায় ইতোমধ্যে নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে সাবমেরিনসহ আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও আধুনিক সরঞ্জামাদি। আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর অসামান্য দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞায় আমাদের নৌবাহিনীকে আর্ন্তজাতিক

পরিমন্ডলে একটি পেশাদার, সুদক্ষ এবং ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে গড়তে সক্ষম হয়েছেন। নৌবাহিনীর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অনন্য অবদানের জন্য সকল নৌসদস্য তাঁকে চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিস্তৃত সমুদ্র এলাকার সার্বভৌমত্ব ও সমুদ্র সম্পদের সুরক্ষা, বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের নিরাপত্তা বিধান, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নৌ সদস্যগণ আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় চলমান বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করেছে। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নৌসদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জনগণের মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, ত্রাণ বিতরণে সহায়তা ও স্থানীয় প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদান করে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকলস্তরের সদস্যগণ জাতীয় যে কোন প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে- 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২০' এর শুভলগ্নে- এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের গৌরবময় এ দিনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিটি নৌসদস্য আমাদের প্রিয় দেশমাতৃকার সেবায় সদা প্রস্তুত থাকব এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। একইসাথে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর এই স্মরনীয় বছরে আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। পরম করুনাময় মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমীন।

// ১৬১০২৫ নভেম্বর ২০